بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৯ই জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় তাহরীকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বর্ণনা করেন এবং বিশ্বব্যাপি জামা'তের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর অসাধারণ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন, لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ যার অর্থ হলো, **"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কখনোই প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা সেই বস্তু থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করো যা তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।"** এর ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) লিখেছেন, **'পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার প্রারম্ভেই মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এ সূরার বিভিন্ন স্থানে আর্থিক কুরবানীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কাজেই, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্যার্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা আর্থিক কুরবানী করবে। উপরোক্ত আয়াতে 'মিম্মা তুহিব্বুন' এর অর্থ ধন-সম্পদ, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ অর্থাৎ, ধন-সম্পদ মানুষের খুবই প্রিয়।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বিভিন্ন স্থানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক স্থানে বলেন, **'ধন-সম্পদের প্রতি অনুরাগ বা আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ **অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুণ্য লাভ করতে পারবে না। নিরর্থক ও অকেজো বস্তু খরচ করে কোনো ব্যক্তি পুণ্যের দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দরজা খুবই সংকীর্ণ। কাজেই, এ বিষয়টি ভালোভাবে মন-মস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, নিরর্থক বস্তু খরচ করে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি কষ্ট করতে না চাও, প্রকৃত পুণ্যার্জন করতে না চাও তাহলে কীভাবে সফল ও সার্থক হবে?'**

আল্লাহ্ তা'লা এক দুই স্থানে নয়, বরং পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে আর্থিক কুরবানীর নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ **আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না** (সূরা আল্ বাকারা: ১৯৬)। কাজেই, আল্লাহ্‌র পথে খরচ না করা কখনো কখনো মানুষকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করে। হুযূর (আই.) বলেন, একদিকে এই দাবি করা যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতাকল্পে এ যুগে আমরা যুগ ইমামকে মান্য করেছি আর অপরদিকে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সংকোচ করা— এটি সংগত নয়। সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ের প্রতি জামা'তের (সদস্যদের) গভীর মনোযোগ রয়েছে, কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে বেশি (আর্থিক) সচ্ছলতা প্রদান করেছেন তাদের মাঝে এই ধারণা বা সংকোচবোধও জন্মায়। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পুণ্যের কাজ। অধিক উপার্জনকারীদের মধ্যে অবশ্যই কতেক এমনও আছেন যারা বিভিন্ন তাহরীকে অংশগ্রহণ করে থাকেন, বরং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে এটিও বলছি, যারা চাঁদা আম বা হিস্যায়ে আমদ ইত্যাদি চাঁদা নির্ধারিত হারে নিয়মিত প্রদান করেন না, এমন লোকদের নিজেদের (অবস্থা) যাচাই করে দেখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে হলে তাঁর পথে খরচ করতে হবে এবং পবিত্র কুরআনে এমন আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা আমাদেরকে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ

আকর্ষণ করে আর বর্তমান যুগে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বহুবার বলেছেন, **ধর্মের প্রচার-প্রসার এবং ইসলাম প্রচারের জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে**। অতঃপর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, ধর্মসেবায় যে ব্যক্তি সম্পদ খরচ করে এর উপকার শুধু সে-ই পাবে না, বরং সমস্ত জাতিই এর সুফল লাভ করবে।

হাদীসের অসংখ্য স্থানে মহানবী (সা.)-এর আর্থিক কুরবানী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীসে কুদসীতে আছে, তিনি (সা.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হে আদম সন্তানগণ! তোমরা নিজেদের ধনভান্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। না আগুন লাগার ভয় আছে, না পানিতে ডুবে যাওয়ার চিন্তা, আর না-ই কোনো চোরের চুরি করার ভয় থাকবে। আমার কাছে রক্ষিত ধন-ভান্ডার আমি সেই দিন সম্পূর্ণরূপে প্রদান করবো যেদিন তুমি এর সবচেয়ে বেশি এর মুখাপেক্ষী হবে।'** মহানবী (সা.) আরও বলেন, **'কিয়ামত দিবসে হিসাব গ্রহণ শেষ হওয়া অবধি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারীরা তার ব্যয়কৃত সম্পদের ছায়াতলে থাকবে।'** অতএব, কিয়ামত দিবসেও আর্থিক কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা অনুগ্রহরাজিকে আকর্ষণ করবে, তবে শর্ত হলো; সদিচ্ছা এবং পবিত্র সম্পদ থেকে কুরবানী করতে হবে। মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেছেন, **'কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর্থিক কুরবানীকারীরা তাদের খোদার পথে ব্যয়কৃত সম্পদের ছায়াতলে থাকবে।'**

এপর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ কৃপা হলো, জামা'তের সদস্যরা এটি অনুধাবন করেন এবং আর্থিক কুরবানী করেন এবং প্রতিদানও পেয়ে থাকেন। প্রতি বছর অসংখ্য ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে আসে। এখন আমি সেসব ঘটনার মাঝ থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু উপস্থাপন করছি, যারা ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপাও করেছেন।

ইন্দোনেশিয়ার একজন ভদ্রমহিলা **তাহেরা সাহেবা** বলেন, আমি একটি স্কুলের পার্টটাইম শিক্ষিকা, বেতন খুবই সামান্য। ওয়াক্‌ফে জাদীদের বছরের শেষ প্রান্তে সেক্রেটারী সাহেব আমাকে জানান, আমার এক লক্ষ ত্রিশ হাজার রুপি ওয়াদা এখনো বকেয়া আছে। আমার কাছে এ পরিমাণ অর্থই ছিল যা আমি ছোট্টো একটি ব্যবসার জন্য জমিয়ে রেখেছিলাম। তখন আমি চিন্তা করি এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে সম্পূর্ণ অর্থ ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করি। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি অপ্রত্যাশিতভাবে স্কুলের পক্ষ থেকে বোনাস পেয়ে যাই আর আমার নাম সরকারের পক্ষ থেকে সাবসিডি প্রদানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুধু তাই নয়, আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা লাভ করে শেষও করতে পারিনি, তন্মধ্যে আমার শিক্ষক নিবন্ধনের রেজিষ্ট্রেশন নাম্বারও পেয়ে যাই যার অপেক্ষা আমি বিগত কয়েক বছর ধরে করছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ্।

কাজাকিস্তানের এক নিষ্ঠাবান ভাই **বেগ আলী সাহেব** নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেন। কিন্তু সম্প্রতি অপারগতার কারণে ঠিকভাবে চাঁদা দিতে পারছিলেন না, এমনকি চাঁদা আম এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদাও বকেয়া পড়ে গিয়েছিল, তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এছাড়া ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে তিনি সমস্যা কবলিত ছিলেন। সে দিনগুলোতে যে কোম্পানিতে তিনি চাকুরী করেন সেখান থেকে একদিন তাকে বোনাস দেয়া হয়, কিন্তু তা পাওয়ার তিনি পর কী করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। যাহোক, এটি দিয়ে তিনি খোদার কৃপায় ঋণ পরিশোধ করেন এবং বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেন। তিনি বলেন, এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, আমি আমার চাঁদা সময়মতো পরিশোধ করতে পেরেছি।

গিনি-বিসাউয়ের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী **আবু সানীয়াহ্** সাহেব দেশের বাহিরে ছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো উপযুক্ত চাকুরি খুঁজে পাচ্ছিলেন না যেকারণে তিনি আর্থিকভাবে টানাপোড়েনে ছিলেন। [হুযূর বলেন, এ সময় কোনো অর্থ পেলে ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করাই প্রাধান্য পায়।] কিন্তু এই ব্যক্তি যা হাতে ছিল সব ওয়াক্‌ফে জাদীদের খাতে চাঁদা প্রদান করেন। এর ঠিক এক সপ্তাহ পর একটি কোম্পানির পক্ষ থেকে ফোন করে তাকে চাকরীতে যোগদান করতে বলা হয়। তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কৃত খরচের প্রতিদান আর তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা যেখানে তিনি বলেছেন, **অনেক বাড়িয়ে দিবেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে দান করবেন।**

দক্ষিণ আমেরিকার **গুয়াদেলুপ** দেশের ২৮ বছর বয়স্ক একজন নবাগত আহমদী ছাত্র পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম চাকুরী করেন। তাকে যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত করা হয় তখন তিনি বলেন, আমার এতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা আছে, কিন্তু এখন আমার হাতে কোনো অর্থ নেই আর আমি এ মাস কীভাবে অতিবাহিত করবো তাও বুঝতে পারছি না। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আপনি ছাত্র। অধিক কুরবানীর প্রয়োজন নেই; আপনি চাইলে এক-দুই ইউরো চাঁদা প্রদান করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা নিয়্যত অনুযায়ী সামর্থ্য দিয়ে থাকেন। এই আলোচনার এক সপ্তাহ পর তিনি ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদানের জন্য ১৫০ ইউরো নিয়ে মিশন হাউজে আসেন। তিনি বলেন, যেদিন আমি চাঁদা দেওয়ার নিয়্যত করেছিলাম ঐ সপ্তাহে-ই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বরকত দিয়েছেন। আমি যেখানে পার্ট টাইম চাকরী করতাম তারা আমাকে সময়ের পূর্বেই বেতন দিয়ে দিয়েছেন আর কোনো কারণ ছাড়াই বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন। অধিকন্তু এই চাঁদা প্রদানের কয়েকদিন পর তিনি অলৌকিকভাবে একটি ট্রেনিং সেন্টার থেকে বেশ কিছু অর্থ পেয়ে যান। [সেখান থেকে পূর্বেই টাকা পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তারা দিচ্ছিল না।] আল্লাহ্ তা'লা উক্ত চাঁদার কল্যাণে সেই অর্থ লাভেরও ব্যবস্থা করে দেন। এরপর তিনি আরও ১৪০ ইউরো চাঁদা প্রদান করেন।

কিরগিজস্তান জামাতের **ইউলিয়া গুরনুভা সাহেবা** বলেন, আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমার বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব কি-না? তখন তারা আমাকে বলে, শুধুমাত্র বোনাস পাওয়া সম্ভব। তবে আমি জানতাম না, বোনাস কত পাবো। যাহোক, তিনি বলেন, অক্টোবর মাসে যখনই আমি বেতনের একটি অংশ পাই তখন সর্বপ্রথম আমি নিজের ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করি; যদিও আমাদের নিজেদের অনেক খরচাদি ছিল। [অর্থাৎ, প্রয়োজনের সময় প্রিয় বস্তু খরচ করেছেন।] এরপর উক্ত মাসের শেষের দিকে আমাকে বলা হয়, আমার বেতন চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। তাছাড়া কাজের মান অনুযায়ী অতিরিক্ত বোনাসও অর্জন করতে পারব। এতে আমি খুবই আশ্চার্যান্বিত হই, কেননা আমার একেবারেই আশা ছিল না যে, এই পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি পাবে।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের তাহরীকে জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী এবং তাদের প্রতি বর্ষিত খোদা তা'লার অসাধারণ কৃপারাজি বর্ণনা করার পর হুযূর (আই.) গত বছরের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরেন। হুযূর বলেন, **ওয়াক্‌ফে জাদীদ এ বছর ৬৮তম বছর শেষ করে ৬৯ বছরে পদার্পণ করছে।** আহমদী সদস্যরা এ বছর প্রায় ১৫ মিলিয়ন পাউণ্ড (প্রায় দুইশ' পয়তাল্লিশ কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা) এ খাতে আর্থিক কুরবানী করেছেন। চাঁদা প্রদানের দিক থেকে পর্যায়ক্রমে বিশ্বের প্রথম সারির জামা'তগুলো হলো: প্রথম যুক্তরাজ্য, এরপর যথাক্রমে কানাডা, জার্মানি, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ এবং বেলজিয়াম। এ খাতে সর্বমোট এক দশমিক পাঁচ

মিলিয়ন তথা পনের লক্ষ মানুষ চাঁদা প্রদান করেছেন। হুযূর (আই.) বিভিন্ন দেশের বিস্তারিত পরিসংখ্যান উপস্থাপনের পর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীর ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত কল্যাণ দান করুন, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)